দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 26 JUL 1995 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ... ১ ...

কলেজে ভর্তি এবং ভর্তিনীতি

কলেজে ভর্তির মওসুম চলছে। এ বছর সরকার কলেজে ভর্তির নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন। নয়া নিয়মের সার কথা হচ্ছে, এসএসসি পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে সরাসরি ভর্তি করা হবে। কোন ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হবে না এবং এসএসসিতে প্রাপ্ত নম্বরের ক্রমানুসারে ভর্তির অগ্রাধিকার বর্তাবে। প্রত্যেক কলেজে আসন সংখ্যা এবং প্রার্থীদের নম্বরসহ তালিকা ভর্তি প্রক্রিয়ার শুরুতেই কলেজের নোটিশ বোর্ডে টানিয়ে দিতে হবে। সকল মহল থেকেই এই নীতি বা নিয়মকে স্বাগত জানানো হয়েছে।

নতুন নিয়মের যে বৈশিষ্ট্য সকলকে আকর্ষণ করেছে তা হচ্ছে এই ঃ এতে জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত পরীক্ষার মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে; ভর্তি পরীক্ষার নামে অহেতুক হয়রানির কারণ থাকবে না; ভর্তি প্রক্রিয়ায় অনাচার ও দুর্নীতির সুযোগ বিলুপ্ত হবে; অভিভাবকমহলও অন্যায় চাপ এবং দুর্ভোগ–দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই পাবেন। নয়া এ নীতির যৌক্তিকতা এরই মাঝে নানাভাবে ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সরকার এ নীতি প্রণয়ন করেই ক্ষান্ত থাকেননি। চলতি ভর্তি মওসুম থেকেই এ নীতি অনুসরণের জোর তাগিদও দিয়েছেন। নয়া নীতির বাস্তবায়ন নিয়ে তাই সন্দেহ বা সংশয়ের কোন কারণ ছিল না। তবে ঢাকার কোন কোন কলেজের পরিস্থিতি এবং পত্রিকান্তরে প্রকাশিত খবর থেকে মনে হয়, এ নিয়ে নিঃসংশয় হওয়ার সময় এখনও আসেনি। সোজা কথায়, নয়া ভর্তিনীতি বাস্তবায়ন যতটা সহজ হবে বলে মনে করা হয়েছিল, তা হচ্ছে না।

নয়া নীতিতে স্পষ্ট ভাষায় সরকারী কোটা ছাড়া যাবতীয় কোটার বিলুপ্তি ঘোষণা করা হয়েছে। তদুপরি এ নীতি অনুসরণ করা হলে কোন অলিখিত বা গোপন কোটা চালু রাখার সুযোগও নাই। এ যাবৎ সুবিধাভোগী শ্রেণীগুলো তাই কোন কোন ক্ষেত্রে মারমুখো হয়ে উঠেছে। নিয়মানুগ ভর্তি প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টির প্রয়াস পাচ্ছে। কোন কোন কলেজের কর্তৃপক্ষ এ নিয়ে হুমকিরও সম্মুখীন হচ্ছেন।

প্রশাসনের প্রাণকেন্দ্র রাজধানী নগরীতেই যদি এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়, সরকারী নীতির বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হওয়ার অবকাশ পায়, অন্যত্র কি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। আমরা সদ্য ঘোষিত ভর্তিনীতি বানচাল করার এ উদ্যোগকে একান্তই অনভিপ্রেত এবং সহ্য করার অনুপযোগী মনে করি। শিক্ষা মন্ত্রণালয় দ্রুত তৎপরতা অবলম্বনের মাধ্যমে এ অপচেষ্টা রোধ করবেন বলেই মনে করি। সরকার ঘোষিত সুস্পষ্ট নীতির অনুসরণ করতে গিয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ হুমকি বা বিড়ম্বনার শিকার হবেন, এমনটাও বাঞ্ছিত হতে পারে না। আমরা এ বিষয়টির প্রতি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করি।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ভর্তি প্রক্রিয়া সংক্রান্ত দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত অভিযোগ দূর করে গোটা প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনয়নের প্রশংসনীয় এ উদ্যোগ যদি কলেজ পর্যায়েই বাধাগ্রস্ত হয়, অন্যত্র এর প্রয়োগ অসম্ভব হতে বাধ্য। উচ্চতর পর্যায়ে নয়া নীতির বিরোধিতা করার আভাসও এরই মাঝে স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। এখন থেকেই দৃঢ় ভূমিকা না নিলে উদ্দেশ্য যত মহৎই হোক, সব আয়োজন পণ্ড হতে বাধ্য। আমরা তাই কলেজ পর্যায়ে নয়া ভর্তিনীতির আক্ষরিক অনুসৃতি দাবী করি।